গাংনীতে সিঁড়ি ঘর খুড়ে ড্রামভর্তি সাড়ে ১২ কেজি গাঁজা, বিদেশী মদ ও গান পাউডার উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পলাশী গ্রামের পূর্বপাড়ার একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে সিঁড়ি ঘরের নিচে মাটি খুঁড়ে ডাম ভর্তি সাড়ে ১২ কেজি গাঁজা, বিদেশী মদ ও ৫শ গ্রাম গান পাউডার সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

মাদক দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় ওই বাড়ির মালিক হূমায়ন কবিরের ছেলে স্কুল ছাত্র হাসানুজ্জামান (১৫)কে আটক করা হয়েছে। গাঁজা ব্যবসায়ী হুমায়ন কবীর, তার স্ত্রী মালা খাতুন ও তার জামাতা মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের বশির উদ্দীনের ছেলে রাসেল আহমেদ (২৮)পলাতক রয়েছে।

আজ সোমবার (২৪ জানুয়ারী) গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা দেড়টার সময় গাংনী উপজেলার পলাশী গ্রামের পূর্বপাড়া এলাকায় হুমায়ন কবিরের বাড়িতে এ অভিযান চালান পুলিশ।

মেহেরপুরে-গাঁজা-উদ্ধার

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) হাবীবসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ পুলিশের একটি দল অভিযানে অংশ নেন। পরে মেহেরপুর জেলা পুলিশের সার্কেল এসপি অপু সরোয়ার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মাদকদ্রব্য জব্দ করেন।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, হুমায়ন কবিরের বাড়ির সিঁড়ি ঘরের নিচে তিনটা ড্রামের মধ্যে মোট ৬ প্যাকেট গাঁজা, (সাড়ে ১২ কেজি) একটি বিদেশী অফিসার চয়েজ মদের বোতল, গাঁজা মাপযন্ত্র একটি বিশেষ ধরণের কাঁটা, একটি হাতুড়ি ও প্রায় ৫ শ গ্রাম গান পাউডার সাদৃশ্য বস্তু পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। অভিযান চলাকালে হুমায়ন কবির, তার স্ত্রী মালা

খাতুন ও জামাতা রাসেল পালিয়ে গেছে। বাড়িতে হুমায়ন কবিরের ছেলে হাসানুজ্জামান (১৫)কে আটক করা থানায় নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, গাঁজা ব্যবসার মুল হোতা হুমায়ন কবির ও তার জামায় রাসেল আহমেদ। তারা অভিযান চালানোর আগেই পালিয়ে গেছে।

মেহেরপুরে-গাঁজা- বিদেশী মদউদ্ধার

স্থানীয়রা জানান, হুময়ান কবির আগে থেকেই বিভিন্ন মাদক দ্রব্য বিক্রি করে আসছেন। মাঝখানে কিছুদিন বন্ধ রেখেছিলেন। আবারও গোপনে এ ব্যবসা শুরু করেছেন।তার বিরুদ্ধে এর আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা আদালতে বিচারাধীন ছিলো।

মাদক উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন।

গত ২২ জানুয়ারী ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের পাশে অভিযান চালিয়ে ১২ কেজি গাঁজাসহ খাঁসমহল পশ্চিমপাড়া এলাকার বানারুল ইসলাম (২৫), খাঁপাড়া এলাকার করিম খাঁ
(৪০) ও কাথুলি গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার ফারুক হোসেন (২৬)কে আটক করেছিলেন গাংনী থানা পুলিশ।

গাংনীর জোড়পুকুরিয়ায় মাটি ব্যবসায়ীর ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুুকুরিয়ায় রাস্তায় মাটি ফেলে যান বাহন চলাচল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও পথচারিদের দুর্ভোগ সৃষ্টি করার অপরাধে সত্যেন্দ্রনাথ নামের এক মাটি ব্যাবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার রাত ৮টার সময় জোড়পুকুরিয়া মহেশপুর রাস্তায় অভিযান পরিচালনা করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ম্যেসুমী খানম এ দন্ড প্রদান করেন। দন্ডপ্রাপ্ত সত্যেন্দ্রনাথ জোড়পুকুরিয়া গ্রামের হরেন্দ্রনাথ এর ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী মেজিষ্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সত্যেন্দ্রনাথ মাটি বহন করে রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে আসছিল। এছাড়াও কয়েকদিনের গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে রাস্তা পিচ্ছিল হয়ে পথচারিদের দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। এমন অভিযোগে অভিযান পরিচালনা করে বাংলাদেশ সড়ক ও পরিবহন আইনে মাটি ব্যবসায়ী সত্যেন্দ্রনাথকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এবং রাস্তায় যান চলাচলসহ পথচারিদের দুর্ভোগ হয় এমন কিছু না করতে এলাকাবাসীকে সচেতন করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা কাজে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম সহযোগীতা করেন।

গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক কমিটি গঠন

জাতীয় শ্রমিক লীগ গাংনী উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে। মোঃ জমির উদ্দিন কে আহবায়ক ও মোঃ আঃ ছাত্তার কে সদস্য সচিব করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের আহবায়ক ইকবাল কবীর রনজু ও সদস্য সচিব মুহাম্মদ রাশেদুজ্জামান (রাশেদ লতিফ) এর অনুমোদনে এই আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, মোঃ বানারুল ইসলাম, মোঃ হাবিবুর রহমান হবি, মোঃ হাফিজুল ইসলাম, মোঃ আমিরুল ইসলাম, শেখ আব্দুস সামাদ, মোঃ কুতুব উদ্দিন, মোঃ বিল্লাল হোসেন, মোঃ রতন, মোঃ দবির উদ্দিন, মোঃ এনামুল হক, মোঃ হাফিজুল ইসলাম (হাফি), মোঃ

কাজল হোসেন, মোঃ হামিদুল ইসলাম, মোঃ আলামিন, মোঃ রাজ্জাক, মোঃ আজিজুল, মোঃ গিয়াস উদ্দিন, মোঃ মাদার আলী, মোঃ শহীদুল।

জাতীয় শ্রমিক লীগের গঠনতন্ত্র মোতাবেক তৃণমূলের সংগঠনকে সুসংগঠিত করার লক্ষে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করে আগামী ৩ মাসের জন্য এই আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

গাংনীর করমদিতে ভুয়া দন্ত চিকিৎসকের ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি বাজারে অভিযান চালিয়ে ইমদাদুল হক নামের এক ভুয়া দন্ত চিকিৎসককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে দুই মাসের কারাদন্ডাদেশ দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার দুপুরে গাংনী উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভুমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম এ দণ্ডাদেশ দেন। ভ্রাম্যমাণ আদালতে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় ভুয়া ডেন্টিস্ট ইমদাদুল হক কে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। দন্ডিত এমদাদুল হক করমদি সরকার পাড়ার মৃত ইসমাইল হোসেনের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, ইমদাদুল হক দীর্ঘদিন ধরে করমদি বাজারে একটি দন্ত চিকিৎসালয় গড়ে তোলেন এবং বিভিন্ন মানুষের দাঁতের জটিল ও কঠিন রোগের চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। তার সাইনবোর্ডে নামের পুর্বে ডেন্টিস্ট এবং পড়ে এমডি লেখা থাকায় তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করে বৈধ কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি এমদাদুল হক। এবং বিএমডিসি কর্তৃক বিডিএস সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট না থাকা সত্বেও তিনি তার কাগজপত্রে ডেন্টিস্ট লিখতেন। তিনি ভুয়া ডাক্তার হিসেবে প্রমাণীত হওয়ায় বাংলাদেশ মেডিকেল ডেন্টাল কাউন্সিল ২০১০ এর ২৯ ধারায় তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অনাদায়ে দুই মাসের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করা হয়।

অভিযানে র্যাব-৬ এর গাংনী ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার এএসপি তারেক আনাম বান্নাসহ র্যাবসদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর সহড়াতলা গ্রামে এক ছাগীর ৬টি বাঁচ্চা প্রসব

এক ছাগলের ৬ টি বাঁচ্চা প্রসব করে এলাকায় চমক সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে মা ছাগলটি ও তার ৬ টি বাচ্চা সুস্থ রয়েছে।

আজ সোমবার (২৩ জানুয়ারী) সকালে গাংনী উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তি সহড়াতলা গ্রামের স্কুল পাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ছাগলের মালিক সহড়াতলা গ্রামের স্কুল পাড়ার আমজাদ হোসেন।

আমজাদ হোসেন জানান, ছাগলটি এর আগে চারটা করে বাঁচ্চা প্রসব করেছে। ছাগলটির পেটে বাঁচ্চা আসার পর থেকেই তার পেটটি অস্বাভাবিক মোটা হয়েছে। তাকে সেভাবে যত্নও করা হয়েছে। আজ সকালে পরপর ৬ টি বাঁচ্চা প্রসব করে।

এদিকে,এক সাথে এক ছাগীর ৬ টি বাঁচ্চা প্রসব করায় তা দেখতে এলাকার মানুষ আমজাদ হোসেনের বাড়িতে ভীড় করছে।

গাংনীর গাড়াডোবে একজনকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মোঃ আলাউদ্দিন (৫৫) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে। আলাউদ্দিন একই গ্রামের মৃত আতাহার মিয়ার

ছেলে।

গত মঙ্গলবার গাড়াডোব গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। একই এলাকার রেজাউল ইসলামের ছেলে মোঃ ইমন আলী, মৃত সমসের আলীর ছেলে মোঃ রেজাউল ইসলাম, মৃত নুর মোহাম্মদের ছেলে মোঃ আঃ সালাম, মৃত রায়হান আলী শেখের ছেলে মোঃ আবুল কালাম, মৃত কিনার বক্সের ছেলে সালাম ও মোঃ হায়দার এর ছেলে মোঃ আমিনুল এর বিরুদ্ধে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, রেজাউল ইসলামের সাথে জমিজামা ভাগ বন্টন মোতাবেক আলাউদ্দিন নিজ বাড়িতে বসবাস করছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রেজাউল ইসলাম আলাউদ্দিনের বসত বাড়ির উঠানের উপর জোরপূর্বক ঘরবাড়ি নির্মাণের চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ভাবে মিমাংসা করার চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি। এর সূত্র ধরেই গত ১৮ জানুয়ারি সকালে ইমন আলী ও রেজাউল ইসলাম আলাউদ্দিনের বাড়ির ভিতরে অনধীকার প্রবেশ করে জোরপূর্বক উঠান দখল করে সিমেন্টের পিলার দিয়ে ঘেরার চেষ্টা করে এসময় তাদেরকে বাধা দিতে গেলে রেজাউল ইসলামের হাতে থাকা দা দিয়ে আলাউদ্দিনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখন করে। এসময় রেজাউল ইসলামের সঙ্গে থাকা লোকজন আলাউদ্দিনকে এলোপাথাড়ি পিটিয়ে গুরুত্বর আহত করে।

এসময় আলাউদ্দিনের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে হামলাকারীরা বাড়ির মেইন গেট ভাংচুর সহ বিভিন্ন হুমকি দিয়ে স্থান ত্যাগ করে। এসময় স্থানীয়রা আলাউদ্দিনকে উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করে। আলাউদ্দিনের হাতে ১০টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় গত বুধবার (১৯ জানুয়ারি) গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলা নং ১০।

মেহেরপুর নতুন ৮ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরে এন্টিজেন টেস্টে নতুন ৮ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে জেলায় ২৫ করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। এর মধ্যে সদর

উপজেলায় ১৫, মুজিবনগরে ৬ এবং গাংনীতে ৪ জন রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে, আজ শনিবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ১৬ জন এন্টিজেন টেস্টের নমুনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৮ জন পজিটিভ হয়েছে। । নতুন ৮ জন আক্রান্তের মধ্যে ৪ জন সদরের, ২ জন মুজিবনগরের এবং ২ জন গাংনীর ।

ভিন্ন সূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর শহরের কোর্টপাড়ার তৌকির আহমেদ (১৮),মিয়া পাড়ার শহিদুল (৫৫), সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের শান্তনা খাতুন (২৫, হিজুলী গ্রামের ইমরান আহমেদ (৩০), মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের রিফাত হক (২৫), একই গ্রামের মমতাজ বেগম (৫২), গাংনী পৌর এলাকার শিশিরপাড়ার মিজানুর রহমান (৩৭), হোগলবাড়িয়া গ্রামের তানিয়া খাতুন (২১)।

গাংনীর বামন্দীতে ১২ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারী আটক

মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১২ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারীকে আটক করেছে।
আজ শনিবার (২২ জানুয়ারী) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার বামুন্দি পুলিশ ক্যাম্পের উত্তর পাশে জনৈক আশরাফুল এর বাড়ির সামনে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারীকে আটক করেন।
আটকরা হলো, গাংনী উপজেলার খাঁসমহল পশ্চিমপাড়া এলাকার নজরুল ইসলামের ছেলে বানারুল ইসলাম(২৫), খাঁপাড়া এলাকার হিমা খাঁ’র ছেলে করিম খাঁ (৪০) ও কাথুলি গ্রামের বাজারপাড়া এলাকার জলিল উদ্দীনের ছেলে ফারুক হোসেন (২৬)।
গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই নিঃ) শরীফ হাবিব সঙ্গীয়ফোর্সসহ অভিযান পরিচালনা করেন। আসামীদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

কাথুলী ইউনিয়নে অতিদরিদ্রদের কর্মসৃজন প্রকল্পের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নে অতিদরিদ্রদের কর্মসৃজন প্রকল্পের কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ শনিবার সকালে প্রকল্প কাজের শুভ উদ্বোধন করেন কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর আবু হানিফ, কাথুলী ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি রেজাউর রহমান, জিনারুল ইসলাম।

গাংনীর কাষ্টদহে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরে উঠতে পারেনি ভূমিহীন তিন নারী

প্রভাবশালীদের মামলা জটিলতায় গাংনীর কাষ্টদহ গ্রামের ভূমিহীন তিন নারীর নামে বরাদ্দ দেয়া প্রধানমন্ত্রীর উপহারের তিনটি ঘর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ হলেও ঘরে উঠতে পারেনি ওই তিন নারী।

উপজেলার কাষ্টদহ গ্রামের ইসরাফ আলীর মেয়ে জরিনা ও আঙ্গুরা এবং একই গ্রামের পন্ডিত দাসের স্ত্রী লক্ষি দাসের নামে খাস জমিসহ তিনটি ঘর বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

স্থানীয় প্রভাবশালীদের মামলার জটে পড়ে ঘর তিনটির সিংহভাগ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবার পর আর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি উপজেলা প্রশাসন। তবে প্রশাসন বলছে, শীঘ্রই মামলাটি নিষ্পত্তি করে শতভাগ নির্মাণ কাজ করে সংশ্লিষ্ট পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ষোলটাকা গ্রামের হবিবর রহমানের ছেলে আতিয়ার রহমান, মোখলেছুর রহমান ও আনিছুর রহমান এবং মতিয়ার রহমানের ছেলে মোস্তাফিজুর রহমান ও রিফাত আলী বাদী হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রধান

বিবাদী করে চার জনের নামে মোকাম গাংনী সহকারী জজ আদালত বরাবর একটি মামলা দায়ের করেন যার নং- দেং ৫৭/২০২১। মামলার আর্জিতে জমিটি খাস নয় এবং কাস্টদহ মৌজার সিএস ১৮৯ দাগের অর্ন্তভুক্ত।

ঘর নির্মাণ কাজ শুরুর সময় তারা কোন আপত্তি না জানালেও নির্মাণ কাজের শেষ সময়ে ওই জমিটির উপর মামলা দেন। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশেই ওই জমির উপরে নির্মান কাজ স্থগিত করেছেন উপজেলা প্রশাসন।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, আদালতের নিষেধাজ্ঞা ও মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় ওই জমিতে নির্মানাধিন ঘরের বাকি কাজ সমাপ্ত করণ ছাড়াও মাটি ভরাট করা সম্ভব হচ্ছে না। শীঘ্র মামলাটি নিষ্পত্তি করণ শেষে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ঘর বুঝিয়ে দেয়া হবে।